বই	ইসলামের সৌন্দর্য
মূল	শাইখ আহমাদ ইজ্জুদ্দিন আল-বায়ানুনি ﷺ
অনুবাদক	সালেহ আহমেদ ত্বহা
প্রকাশক	রফিকুল ইসলাম

ইসলামের সৌন্দর্য

শাইখ আহমাদ ইজ্জুদ্দিন আল-বায়ানুনি ﵀

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

ইসলামের সৌন্দর্য

শাইখ আহমাদ ইজ্জুদ্দিন আল-বায়ানুনি ﷺ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
রবিউল আওয়াল ১৪৪৫ হিজরি / অক্টোবর ২০২৩ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ২৬৪ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৭৫১০৮২০০৮
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দ্বীন। তাই এর প্রতিটি বিধিবিধানেই রয়েছে বান্দার জন্য কল্যাণ। যুগে যুগে যারাই ইসলামকে সঠিকভাবে অনুধাবনের আগ্রহ দেখিয়েছে, তারা ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছে, ইসলামকে সন্তুষ্টচিত্তে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। এমনকি ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী অনেক ব্যক্তিও ইসলাম নিয়ে অধ্যয়ন করতে গিয়ে ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়েছে; আশ্রয় নিয়েছে ইসলামের ছায়াতলে। বেরিয়ে এসেছে নিজেদের ভ্রান্ত ধ্যানধারণার জগৎ থেকে। কিন্তু যারা ইসলামকে জানার প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করে না, নিজেদের খেয়ালখুশিকেই যথার্থ মনে করে, তারা বরাবরই ডুবে থাকে ভ্রষ্টতার অন্ধকারে। ইসলামের বিধিবিধান নিয়ে এমন পথভ্রষ্ট লোকেরাই আজগুবি সব আপত্তি ও অভিযোগ তোলে। বাস্তবিকই এরা যদি ইসলামকে জানার চেষ্টা করত, জমিনের বুকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী মুসলিমদের সোনালি ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিত, তবে তাদের মনে ইসলামের বিধিবিধান নিয়ে কোনো আপত্তি ও অভিযোগ ঠাঁই পেত না; বরং তারা ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য অনুধাবন করতে পারত।

প্রিয় পাঠক, ইসলামের অর্থ, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের সর্বজনীনতা, ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধানের রহস্য ও প্রভাব, ইসলামের ন্যায়নীতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরে ইসলামের সৌন্দর্যকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শাইখ আহমাদ ইজ্জুদ্দিন আল-বায়ানুনি ﷺ তার অনন্যসাধারণ উপহার 'মিন মাহাসিনিল ইসলাম' গ্রন্থে। চমৎকার এ গ্রন্থটিই আমরা আপনাদের জন্য প্রকাশ করেছি 'ইসলামের সৌন্দর্য' নামে। আমরা আশা রাখি, এ গ্রন্থটি অধ্যয়নে যেকোনো পাঠকই ইসলামকে আরও গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারবেন, সর্বোপরি ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে তার ছায়াতলে অটল-অবিচল থাকবেন।

- সালেহ আহমেদ ত্বহা

সূচিপত্র

'ইসলাম' শব্দের অর্থ ⁞ ১১

ইসলাম-পূর্ব মানবতা কেমন ছিল? ⁞ ১৪

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের সর্বজনীনতা ⁞ ১৬

ইলম ও আমলের ধর্ম ইসলাম ⁞ ১৯

ইলম ও ইলম শিক্ষাকারীর আদব ⁞ ২১

ইলমের প্রকারভেদ ⁞ ২২

ইসলাম প্রকৃত সভ্যতার ধর্ম ⁞ ২৩

ইসলামে ইবাদত ⁞ ৩৩

ইবাদতের রহস্য ও প্রভাব ⁞ ৩৩

সালাত ⁞ ৩৬

সালাত কেমন হওয়া উচিত ⁞ ৪২

দৈনন্দিন একাধিক বার সালাত আদায়ের রহস্য ⁞ ৪৪

সালাত সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যের প্রতীক ⁞ ৪৬

সালাত : শারীরিক ব্যায়াম ⁞ ৪৮

সালাত দেহ-মনের শক্তির উৎস ⁞ ৪৮

সালাতে রয়েছে সৃষ্টিগত শক্তি ⁞ ৪৯
জামাআতে সালাত আদায় ⁞ ৫০
আজান ⁞ ৫১
জুমআ ও দুই ইদের সালাত ⁞ ৫২
সালাত : সামরিক প্রশিক্ষণ ⁞ ৫৩
মসজিদের সম্মান ⁞ ৫৫
মদিনায় রাসুলের সর্বপ্রথম মসজিদ ⁞ ৫৬

জাকাত ⁞ ৫৭
জাকাত একটি অধিকার, অনুগ্রহ নয় ⁞ ৫৮
জাকাতের রহস্য ⁞ ৫৮
অতিরিক্ত দান ⁞ ৬০

সিয়াম ⁞ ৬২
রমাদান মাস ⁞ ৬২
সিয়াম পালনের হিকমাহ ⁞ ৬৩
পূর্বসূরি ও উত্তরসূরির মাঝে তুলনা ⁞ ৬৫

হজ ⁞ ৬৭
হজের কার্যাবলি ⁞ ৬৯
হজের বিভিন্ন বিধানের তাৎপর্য ⁞ ৭০
হজের প্রভাব ⁞ ৭১
মসজিদে নববি ও নবিজি ﷺ-এর রওজা মুবারক জিয়ারত ⁞ ৭৪
ইসলামে ইদ পালন ⁞ ৭৫

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ⁞ ৮০

ইসলাম মুরাকাবা ও ইহসানের ধর্ম ⁞ ৮০

মুমিনদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য ⁞ ৮২

ইসলাম ভালোবাসা ও ঐক্যের ধর্ম ⁞ ৮৯

ইসলাম ন্যায় ও সমতার ধর্ম ⁞ ১০৩

ইসলাম নিয়ম-শৃঙ্খলার ধর্ম ⁞ ১১০

ইসলাম দায়িত্ববোধের ধর্ম ⁞ ১১৭

সত্যে স্পষ্টবাদী হও, তার ওপর অটল থাকো ⁞ ১২৯

ইসলাম ও হালাল-হারাম আহকাম ⁞ ১৩৯

হালালের মধ্যে হারাম থেকে বাঁচার উপায় রয়েছে ⁞ ১৪৩

তাকওয়া ⁞ ১৪৪

ইসলাম ও নারী ⁞ ১৪৫

নারী যখন মেয়ে ⁞ ১৪৬

নারী যখন স্ত্রী ⁞ ১৪৮

নারী যখন মা ⁞ ১৫৩

ইবাদতের ক্ষেত্রে নারী ⁞ ১৫৪

পুরুষ ও নারীর মাঝে তুলনা ⁞ ১৫৬

পুরুষের বিশেষত্ব ⁞ ১৫৬

নারীদের বিশেষত্ব ⁞ ১৫৭

একাধিক বিয়ের বৈধতা ⁞ ১৫৮

তালাকের বৈধতা ⁞ ১৫৯

পর্দা ⁞ ১৬২

ইসলামের দৃষ্টিতে দাসব্যবস্থা ⁞ ১৬৩

গোলাম আজাদের বিভিন্ন পদ্ধতি ⁞ ১৬৫
ইসলামে শাস্তির বিধান ⁞ ১৬৮
কিসাস ⁞ ০৭
জিনার শাস্তি ⁞ ০৭
মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ⁞ ০৭
চোরের শাস্তি ⁞ ০৭
ডাকাতের শাস্তি ⁞ ০৭
শাস্তির বিধান আরোপের হিকমাহ ⁞ ১৭৮
শাস্তি আরোপের ক্ষেত্রে সতর্কতা ⁞ ১৮০
আপত্তি ও জবাব ⁞ ১৮০

بسم الله الرحمن الرحيم

'ইসলাম' শব্দের অর্থ

(الإسلام) 'ইসলাম' অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কাছে নত হওয়া। তাঁর বিধিবিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করা।

এ জন্য একজন প্রকৃত মুসলিম আল্লাহ তাআলার যাবতীয় নির্দেশগুলো মেনে চলে এবং নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে দূরে থাকে। শুধু তা-ই নয়; বরং আল্লাহর সকল আহকামের কাছে নিজেকে খুব বিনয়ের সাথে পেশ করে এবং সকল বিষয়ে তাঁর ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেয়।

তিনি ইরশাদ করেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।'[১]

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

'মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই, যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে তাদের আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, "আমরা শুনলাম এবং আদেশ মান্য করলাম।"'[২]

১. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৬৫।
২. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৫১।

প্রথম যুগের মুসলিমগণ এই নীতির ওপরই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে দেখা গিয়েছে, সুখে-দুঃখে, সচ্ছলতায়-অসচ্ছলতায়, সহজ-কষ্টসাধ্য পরিস্থিতিতে সর্বাবস্থায় তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করেছেন। প্রতিটি বিধানকে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। সবগুলো আহকামকে কাজে পরিণত করে উপমা রেখে গেছেন জাতির সামনে।

তাই তাঁদেরকে কোনো আদেশ দেওয়া হলে সাথে সাথে তা মান্য করতেন এবং কোনো কিছু থেকে বিরত থাকতে বললে তা থেকে বিরত থাকতেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি কোনো বিধান আরোপ করা হলে সন্তুষ্টচিত্তে সাথে সাথে গ্রহণ করে নিতেন এবং বিনয়ের সাথে তদনুযায়ী আমল করতেন। যেমন :

তাঁদের সর্বপ্রথম তাওহিদ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হলো। সাথে সাথে তাঁরা মূর্তিগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে শুরু করলেন।

তারপর সালাতের বিধান দেওয়া হলো। দেরি না করে সালাত প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসলেন সকলে। অতঃপর জাকাতের হুকুম দেওয়া হলো। জাকাতও আদায় করতে শুরু করলেন। সিয়াম পালনের মাধ্যমে নফসের কুপ্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকার আদেশ দেওয়া হলে সিয়াম পালন করতে লাগলেন সকলে। কেবল আল্লাহর জন্য হিজরতের ও হজের নির্দেশ আসলো। ফলে তাঁরা তা-ই করলেন। অবশেষে আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জান ও মালের সর্বোচ্চ ব্যয়ের ঘোষণা আসলো। বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ না করে সকলে আল্লাহর রাস্তায় জান-মালের কুরবানি পেশ করতে লাগলেন। কখনো কোনো নির্দেশ পালনে যেমন দ্বিধাবোধ করেননি তাঁরা, তেমনই বিলম্বও করেননি।

একইভাবে মদ্যপানের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আসলো। ফলে দেখা গেল মদিনার পথে-প্রান্তরে জমানো মদের বন্যা বইয়ে দিলেন তাঁরা। অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হলে সকলে তা মান্য করলেন। সুদ গ্রহণে বাধা দেওয়া হলে তারপর থেকে কেউ আর সুদি কারবার করেননি। জুয়া থেকে বারণ করা হলে সবাই মিলে জুয়াও ছেড়ে দিলেন।

বৈরী কিংবা প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও এসব বিধানের কোনোটি পালনে বা কোনো নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকতে সামান্য আপত্তিও তোলেননি সোনার মানুষগুলো। সামান্যতম সমস্যাও বোধ করেননি অন্তরে।

একবার রাসুল ﷺ জনৈক ব্যক্তির হাতে একটি স্বর্ণের আংটি দেখতে পেয়ে তা খুলে ফেলে দেন এবং বলেন :

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ

'তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আগুনের টুকরা সংগ্রহ করে তার হাতে রাখে।'

রাসুল ﷺ চলে যাওয়ার পর কেউ কেউ লোকটিকে বলল, 'তোমার আংটি তুলে নাও। তা বিক্রি করে উপকৃত হতে পারবে।' লোকটি বলল, 'আল্লাহর কসম, তা আমি কখনো তুলে নেব না। রাসুলুল্লাহ ﷺ তো তা ফেলে দিয়েছেন।'[৩]

উহুদ যুদ্ধের দিন এক মহিলা সামনে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তিনি মৃতদের কাছাকাছি চলে এলেন। কিন্তু মহিলা মৃতদের দেখার বিষয়টি রাসুল ﷺ অপছন্দ করছিলেন। তাই বললেন, 'মহিলা... মহিলা...।' জুবাইর বিন আওয়াম ﷺ বলেন, 'আমি দেখলাম, মহিলাটি আমার মা সফিয়্যাহ। তাঁর কাছে এই মর্মে খবর পৌঁছেছে যে, মুশরিকরা তাঁর ভাই হামজাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে এবং তাঁর চেহারা বিকৃত করে ফেলেছে। তাই তিনি তাঁকে দেখতে চাচ্ছিলেন।' (জুবাইর বিন আওয়াম ﷺ বলেন) আমি তাঁর দিকে ছুটতে লাগলাম। অবশেষে নিহতদের কাছে পৌঁছার সামান্য পূর্বে তাঁকে নাগালে পেলাম। কিন্তু তিনি সজোরে আমার বুকে ধাক্কা দিয়ে বললেন, "আমার সামনে থেকে সরে দাঁড়াও। এই মুহূর্তে তোমাকে আমি সামনে দেখতে চাই না।" তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী নারী। অতঃপর আমি তাঁকে বললাম, "রাসুল ﷺ আপনার এখানে আসাকে পছন্দ করেননি।" এ কথা শোনামাত্রই সাথে সাথে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।'[৪]

৩. সহিহ মুসলিম : ২০৯০।

৪. মুসনাদু আহমাদ : ১৪১৮, মুসনাদুল বাজ্জার : ৯৮০।

কাব বিন মালিক ﵁-সহ তিনজন সাহাবি তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তাই রাসুল ﷺ সবাইকে তাঁদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছেন। ফলে দীর্ঘ ৪০ দিন যাবৎ তাঁদের সাথে কেউ কথা বলেননি। ৪০ দিন পর তাঁদেরকে নিজেদের স্ত্রীদের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলে তাঁরা স্ত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এভাবে দীর্ঘ ৫০ দিন তাঁরা মুসলিমদের থেকে পুরো বিচ্ছিন্ন ছিলেন। কারও সাথে তাঁদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। দুনিয়া প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁদের তাওবা কুবল করে নিলেন। এতে তাঁরা ও সকল মুসলিম যারপরনাই আনন্দিত হন। তারপর সবাই তাঁদের সাথে কথা বলতে শুরু করেন এবং অভিবাদন জানাতে আরম্ভ করেন।

শুরুর দিকের সোনালি মুসলিমগণ এভাবে প্রতিটি কথা ও কাজে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করেছেন। ইসলামের ওপর পরিপূর্ণ আমল করেছেন। ফলে তাঁরা পূর্ণ ও পরিপক্ব ফলও আহরণ করতে পেরেছেন। তাঁদের হাত ধরেই একটি আদর্শ ও সৎ ইসলামি সমাজ বিনির্মিত হয়েছে। তাঁদের কারণেই ইসলাম পূর্ণরূপে আবির্ভূত হতে পেরেছে। তাঁরা ইসলামের পতাকাকে সর্বোচ্চে উন্নীত করেছেন এবং পুরো পৃথিবীতে ইসলামের সূর্যকে আলোকিত করেছেন। তাঁরাই ছিলেন সোনালি যুগের সোনালি মানুষ।

ইসলাম-পূর্ব মানবতা কেমন ছিল?

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মানবতা ছিল জাহিলিয়াতের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। মানবসমাজ চলছিল মানবতাহীন রুক্ষ প্রান্তরে। স্বয়ং আহলে কিতাবিরা আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। নবি-রাসুলদের শেখানো সবক ভুলে গেছে। আল্লাহর সাথে শিরক করতে শুরু করেছে; এমনকি তাঁর জন্য স্ত্রী, পুত্র সাব্যস্ত পর্যন্ত করেছে। এভাবেই তারা ক্রমে ক্রমে ভ্রষ্টতার শেষ সীমাটুকু অতিক্রম করেছে।

ততক্ষণে অন্ধ পৌত্তলিকতা পৃথিবীর অসংখ্য জায়গায় শিকড় বিস্তার করেছে। পারস্যবাসী আগুনের পূজা আরম্ভ করল। হিন্দুস্তানিরা গো-পূজা করতে লাগল। অপরদিকে আফ্রিকার অধিবাসীরা পথে-প্রান্তরে জঙ্গলে পশুপাখির মতো

দিনাতিপাত করতে লাগল। কারও কাছে ধর্মের সামান্য পরিচয়টুকু ছিল না। বিগত নবি-রাসুলদের রেখে যাওয়া নবুওয়াতের সাথে ছিল না কারও কোনো সম্পর্ক। আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ছিল না কোনো দিশারি।

আরবের অধিকাংশ মানুষ তখন ইবরাহিম ﷺ-এর একনিষ্ঠ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে শিরক ও মূর্তিপূজার চোরা গর্তে পতিত হলো। শুরু করল মূর্তিপূজা এবং দলেবলে পুরো বংশ-গোষ্ঠী সহকারে সেদিকেই ধাবিত হচ্ছিল। কন্যা-সন্তানগুলোকে জীবন্ত কবর দিতে লাগল। আর সন্তানসন্ততিকে দারিদ্র্যের ভয়ে দেদারসে হত্যা করতে শুরু করল। শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্বলের ওপর জুলুম শুরু করল। মানুষের মাঝে ধনী-দরিদ্র ও উঁচু-নিচুর দেয়াল তৈরি করে দিল। ফলে একই কাতারের মানুষগুলো পরস্পর বিরোধপূর্ণ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হতে লাগল। একে অপরের ওপর ধ্বংসাত্মক হামলা চালাত। তাদের মাঝে সব সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। কেউ কাউকে চুল পরিমাণ ছাড় দিতে রাজি ছিল না। তাদের হৃদয়গুলো হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, অহংকার ও শত্রুতায় পূর্ণ ছিল। পরস্পরকে খারাপ উপাধিতে ডাকাডাকি করত। একে অপরকে গালমন্দ, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে যেত।

মানবতার এমনই এক কঠিন ও মুমূর্ষু মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল একজন রাসুলের। যিনি নিশ্চিহ্ন মানবতাকে টেনে তুলবেন ভ্রষ্টতার ধ্বংসস্তূপ থেকে। বের করে আনবেন অজ্ঞতা আর জাহিলিয়াতের ঘোর অমানিশা থেকে। প্রজ্বলিত করবেন উত্তম জীবনের একটি আলোকিত পথ এবং মানবতাকে সম্পৃক্ত করে দেবেন তাদের একমাত্র স্রষ্টা মহান রব্বুল আলামিনের সাথে।

তাইতো সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছেন সর্বশেষ রাসুল সাইয়িদুনা মুহাম্মাদ ﷺ-কে। মানবতার মুক্তির সোপান হিসেবে। মানবজাতির জন্য তাঁর রিসালাতকে পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। তাঁকে নির্বাচন করেছেন স্বয়ং আরবদের মধ্য থেকেই। যারা সকলেই ছিল নিরক্ষর। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা বলতে কিছুই ছিল না। ইতিপূর্বে তাদের কাছে কোনো আসমানি কিতাবও আসেনি। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে একজন শ্রেষ্ঠ মহামানবের আবির্ভাব ঘটিয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষণ করেছেন। তাইতো তিনি ঘোষণা করেছেন :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

'তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।'[৫]

আল্লাহ তাআলা এই মহামানবকে নির্দিষ্টভাবে আরবদের জন্য প্রেরণ করেননি; বরং তাঁকে পুরো মানবজাতির জন্য নবি হিসেবে পাঠিয়েছেন। পুরো দুনিয়ার মানবতার জন্যই তিনি ছিলেন একজন সঠিক পথের দিশারি। তাইতো আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ

'আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য পাঠিয়েছি।'[৬]

তাই আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি আসবেন না। তাঁর শরিয়াহ সর্বশেষ শরিয়াহ। যা প্রতিটি যুগের ও জায়গার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। যার আহকামগুলো কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য উপযুক্ত।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের সর্বজনীনতা

ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছে। দিয়েছে সঠিক সমাধান। ইবাদত, মুআমিলা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সভ্যতা-সমৃদ্ধি এমনকি এগুলোর শাখা বিষয়েরও সুষ্ঠু ও সঠিক পরিকল্পনা এবং পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে। কোনোটিই বাদ পড়েনি ইসলামের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিসীমা থেকে।

৫. সুরা আল-জুমআহ, ৬২ : ২।
৬. সুরা সাবা, ৩৪ : ২৮।

আত্মিক উন্নতির দিক বিবেচনা করে ইসলাম তার জন্য দিয়েছে কিছু ইবাদতের ফরমুলা। যার অনুসরণে মানবাত্মার পবিত্রতা অর্জিত হবে, আহারের জোগান হবে এবং মহান প্রতিপালকের সাথে সম্পর্ক গড়তে পারবে।

একইভাবে ইসলাম শারীরিক দিকটিকেও বিবেচনার বাইরে রাখেনি। তাই দেহের পরিচর্যা ও যত্ন নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি দেহের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাবারদাবারের প্রতিও যত্নবান হতে বলেছে। শরীরের পরিচ্ছন্নতা ও সুস্থতা নিশ্চিত করেছে। সাথে সাথে ইসলাম অসাধ্য ইবাদত থেকে বারণ করেছে এবং খাবার, পানীয়, আঘাত-প্রতিঘাত, হত্যার মতো মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর সকল কিছুকে হারাম করেছে।

পারিবারিক সম্পর্কগুলোকে অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ় করেছে। তাই বাবা-মায়ের সাথে সদাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখাকে ফরজ করে দিয়েছে। এমনকি উন্নত আখলাক ও সঠিক চরিত্রের শক্তিশালী স্তম্ভের ওপর সমাজের কাঠামো তৈরি করেছে। তাইতো পরস্পর ভালোবাসা, দয়া-মায়া, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সমবেদনা, নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা, ইহসান এবং বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করা ইত্যাদির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে।

ইসলাম মানুষকে সদা সত্য বলতে এবং আমানত রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে। অন্যের জন্য কল্যাণকামনা, সুপরামর্শ দেওয়া এবং সত্যের ওপর অবিচল থাকার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে।

আমির ও প্রজার মধ্যকার সম্পর্ককে মজবুত করেছে। অবাধ্যতা না করে আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছে। সব সময় অন্তরে দায়িত্ববোধ লালন করার পরামর্শ দিয়েছে এবং উম্মাহর কল্যাণে প্রয়োজনে রাত্রি জাগরণের প্রতি উৎসাহ দিয়েছে।

ওয়াদা পূরণ ও অঙ্গীকার রক্ষার জন্য ইসলাম শক্তভাবে নির্দেশ দিয়েছে; এমনকি অমুসলিমদের সাথেও। তাইতো আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

'তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর যারা তোমাদের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেওয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ করো। অবশ্যই আল্লাহ তাকওয়াবানদের পছন্দ করেন।'[৭]

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

'মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহর নিকট ও তাঁর রাসুলের নিকট কীরূপে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ মাসজিদুল হারামের নিকট। অতএব যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য সরল থাকে, তোমরাও তাদের জন্য সরল থাকো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকওয়াবানদের পছন্দ করেন।'[৮]

সালাফে সালিহিনের জীবনে এমন অসংখ্য চমৎকার উপমা ও উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাবেন। যা দেখে আপনি নিজেই বলতে বাধ্য হবেন যে, নিশ্চয়ই এসব ব্যাপারে তাঁরাই উন্নত দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন এখনো।

প্রিয় পাঠক বন্ধু, একজন প্রকৃত মুসলিম তো ইসলামের প্রতিটি ফজিলত, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য দিয়ে নিজেকে অলংকৃত করে। তার মাঝে থাকে না কোনো বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ি। একটি দিককে প্রাধান্য দিয়ে আরেকটিকে ছোটো করে দেখে না; বরং ইসলামের সবগুলো বিধান সমানভাবে পালন করে। দ্বীনের সবগুলো সৌন্দর্যে নিজেকে সুশোভিত করে রাখে।

কখনো দেহের পরিচর্যার দিকটিকে অবহেলা করে আত্মিক উন্নতি নিয়ে পড়ে থাকে না। আবার আত্মিক উন্নতিকে অবহেলা করে দেহের যত্ন নিয়ে পড়ে থাকে না; বরং তার মাঝে থাকে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য।

৭. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৪।
৮. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৭।

একজন আদর্শ মুসলিম কখনো পরিপূর্ণ ও উত্তমভাবে জীবনধারণের যাবতীয় উপায়-উপকরণ ছেড়ে শুধু ইবাদত-বন্দেগি নিয়ে মসজিদে পড়ে থাকে না। যেমন : ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজকর্ম, ফসল উৎপাদন এবং রিজিক অন্বেষণ।

বরং একজন প্রকৃত মুসলিমকে দ্বীন ও দুনিয়া দুটোই গ্রহণ করতে হবে। যেমনিভাবে রাতের বেলায় ইবাদত করতে হবে, তেমনই দিনের বেলায় জীবিকা অন্বেষণ করতে হবে। অন্তর থেকে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করবে; কিন্তু প্রয়োজন পরিমাণে দুনিয়াকে অন্বেষণ করবে। দুনিয়া যেন একজন মুসলিমকে দ্বীন থেকে গাফিল করে রাখতে না পারে এবং আত্মিক চর্চা যেন দৈহিক অবনতির কারণ না হতে পারে। একইভাবে ব্যক্তিগত আমল যেন সামাজিক কাজকর্ম থেকে পিছিয়ে না রাখে; বরং সর্বদা সমাজের জন্য ভালো কিছু করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি জীবনের প্রতিটি বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

ইলম ও আমলের ধর্ম ইসলাম

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তখন কিছুই জানত না। তিনি বলেন :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

'আর আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন, এমতাবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না।'[৯]

অতঃপর তিনি অনুগ্রহ করে মানুষকে ইলম শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন :

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

'শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।'[১০]

خَلَقَ الْإِنْسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

৯. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ৭৮।
১০. সুরা আল-আলাক, ৯৬ : ৫।

'তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা।'[১১]

এরপর ধীরে ধীরে ইসলাম মানুষকে জ্ঞান আহরণের প্রতি উৎসাহ দিয়েছে, আগ্রহ জুগিয়েছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

'বলুন, "যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?"'[১২]

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে।'[১৩]

হাদিস শরিফে রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

'আল্লাহ তাআলা যার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।'[১৪]

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ

'যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য কোনো পথ অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন। আর ফেরেশতারা তালিবুল ইলমের জন্য (তার কর্মের প্রতি) সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ডানা বিছিয়ে দেন।'[১৫]

১১. সুরা আর-রহমান, ৫৫ : ৩-৪।
১২. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৯।
১৩. সুরা ফাতির, ৩৫ : ২৮।
১৪. সহিহুল বুখারি : ৭১, সহিহ মুসলিম : ১০৩৭।
১৫. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২২৩।

ইসলাম মানুষকে কেবল ইলম অন্বেষণের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং ইলম ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতিও উৎসাহ দিয়েছে। তাইতো রাসুল ﷺ বলেছেন :

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।'[১৬]

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

'মানুষ মারা গেলে তার তিনটি আমল ব্যতীত বাকি সব আমলের সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এক. সদাকায়ে জারিয়া। দুই. উপকারী ইলম। তিন. নেক সন্তান—যে তার জন্য (তার ইনতিকালের পর) দুআ করবে।'[১৭]

এভাবেই ইসলাম মুসলিমদের যুগে যুগে ইলমের পতাকা বহনের প্রতি উৎসাহ দিয়ে এসেছে। জাহিলিয়াতের ঘন কালো অমানিশায় মানবতাকে ইলম শিক্ষাদানের মাধ্যমে হিদায়াত ও সিরাতে মুসতাকিমের দিশা দিতে নির্দেশ দিয়েছে।

ইলম ও ইলম শিক্ষাকারীর আদব

ইলম অর্জনের সবচেয়ে বড়ো আদব বা দাবি হচ্ছে, আলিমকে অবশ্যই ইলম অনুযায়ী আমল করতে হবে। যাতে মানুষের জন্য নিজেকে একজন আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। তবে সর্বাগ্রে যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে, তা হলো, অবশ্যই একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ইলম শিখতে হবে। এ ছাড়া দুনিয়াবি কোনো স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে কিংবা প্রসিদ্ধি ও সুনাম অর্জনের জন্য ইলম অর্জন করা যাবে না।

১৬. সহিহুল বুখারি : ৫০২৭।
১৭. সহিহ মুসলিম : ১৬৩১।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদের ভুলে যাও; অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো? তবুও কি তোমরা চিন্তা করো না?'[১৮]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ - كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।'[১৯]

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

«مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يَعْنِي رِيحَهَا

'যে ইলমের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা যায়, কোনো লোক যদি দুনিয়াবি স্বার্থ লাভের জন্য তা শিক্ষা করে, তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না।'[২০]

ইলমের প্রকারভেদ

ইলম দুই ধরনের। ১. ফরজে আইন। ২. ফরজে কিফায়া।

১. ফরজে আইন : যে ধরনের ইলম প্রতিটি বালিগ মানুষকে অর্জন করতেই হবে, সেগুলোকে ফরজে আইন বলা হয়। যেমন : পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ ও সহিহ আকিদা শেখা, কী কী বিষয়ের প্রতি ইমান আনতে হবে—তা জানা থাকা,

১৮. সুরা আল-বাকারা, ২ : ৪৪।
১৯. সুরা আস-সফ, ৬১ : ২-৩।
২০. সুনানু আবি দাউদ : ৩৬৬৪।